Directorate General of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare — বিশেষ ক্রোড়পত্র — পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৭ আষাঢ় ১৪১৩
১১ জুলাই ২০০৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথোপযুক্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ' নির্বাচন সময়োপযোগী হয়েছে।

তরুণ সমাজ দেশ ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি। তাদের মেধা, মনন ও শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। তরুণ সমাজের বিপুল সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমান সরকার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করছে। আমাদের দেশে সক্ষম দম্পতিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই তরুণ সম্প্রদায়। জনসংখ্যার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য তরুণ সমাজকে শিক্ষিত, সচেতন ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সরকার এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

তরুণ প্রজন্ম : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এবারের মূলবার্তা নির্বাচন করা হয়েছে – 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।' মূলবার্তায় তরুণ প্রজন্মকে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ ও সময়োপযোগী।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই ২৫ বছরের কম বয়সী। বিশ্বের ৫৭টি উন্নয়নশীল দেশে ৪০ শতাংশেরও বেশী জনগোষ্ঠীর বয়স ১৫ বছরের নীচে। বিশ্বের অনেক দেশে বিলম্বে বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলেও দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশসমূহে ১০-১৭ বছর বয়সী ৮ কোটি ২০ লাখ কিশোরীর বিয়ে হয়ে যাবে তাদের ১৮তম জন্মদিন পালনের আগেই। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ২০ বছরের কম বয়সী মায়েরা উন্নত দেশসমূহের তুলনায় দ্বিগুণ বেশী সন্তানের জন্ম দেয় যা তাদের নিজেদের এবং তাদের গর্ভস্থ সন্তানদের মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। বিশ্বজুড়ে অল্পবয়সী মায়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ১৫-১৯ বছর বয়সের মধ্যে গর্ভধারণ। সন্তান জন্মদান-সংক্রান্ত জটিলতা এবং অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণেই মূলতঃ এসব মৃত্যু ঘটে থাকে। সামাজিক এবং শারীরিক-মানসিক কারণেও অল্প বয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ১৫-১৯ বছর বয়সী মায়েদের সন্তান জন্মদানকালীন মৃত্যু ২০-এর পরের মায়েদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। ১৫ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫ গুণ। যুব সমাজের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যাও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশ্বে প্রতি বছর নতুনভাবে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকেই হচ্ছে যুব সমাজ। প্রতিদিন ৬ হাজার যুবক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত যুবসমাজের দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মহিলা যাদের বয়স ২৪-এর নীচে।

অন্য এক তথ্যে দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী প্রায় ৫ কোটি ৭০ লাখ পুরুষ ও ৯ কোটি ৬০ লাখ মহিলা (১৫-২৪ বছর বয়সী) লিখতে ও পড়তে জানে না। ২০০০ সালের এক তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বের যুবসমাজের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৫%) অর্থাৎ ২৩ কোটি ৮০ লাখ যুবক রয়েছে যাদের পেছনে দৈনিক এক ডলারেরও কম ব্যয় করা হয় এবং তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল থেকে প্রকাশিত 'দি স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ২০০৫ রিপোর্ট'-এ বলা হয়েছে - বিশ্বের ৫০ শতাংশ যৌন নির্যাতন হয়ে থাকে ১৫ বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের বেলায়। এদের খুব কম সংখ্যকই কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা, ন্যায় বিচার ও সাহায্য পেয়ে থাকে।

বিশ্বে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ শ' কোটি। বিশ্ব জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯১০ কোটিতে দাঁড়াবে। তবে জনসংখ্যার এই প্রক্ষেপণ নির্ভর করছে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচন এবং সন্তান ধারণের বিষয়ে সময় ও বিরতি নির্ধারণের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকবে কিনা তার ওপর।

আবার একইভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যাকে সীমিত রাখা অপরিহার্য। বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে করে এসব দেশগুলিতে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এজন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১.২৭%) হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায় যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশে তরুণ দম্পতিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ সত্ত্বেও এদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার আশানুরূপ নয়। বিডিএইচএস ২০০৪-এর জরিপে দেখা যায়, ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে ২১.৯ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৩৪.১ শতাংশ আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।

বয়ঃক্রমিক প্রজনন হারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মহিলারা প্রতি হাজারে ১৩৫ জন এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী মহিলারা প্রতি হাজারে ১৯২ জন সন্তানের জন্ম দেন। ১৯৯৯-২০০০ সালে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৪ ও ১৮৮ জন। তরুণ দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদাও অন্যান্য বয়সের দম্পতিদের তুলনায় বেশী।

অপর এক তথ্যে দেখা যায়, অপূর্ণ চাহিদা ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে ২৩.৩ শতাংশ, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে ১৫.১ শতাংশ এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এ হার ১২.৫ শতাংশ।

তরুণ দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নিম্ন-অগ্রগতিসম্পন্ন সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এ দুটি বিভাগে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার যথাক্রমে ২০.৬ ও ১৭.০। পক্ষান্তরে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে এ হার যথাক্রমে ৭.২ ও ৮.৩। অপূর্ণ চাহিদার জাতীয় হার ১১.৩।

বিশ্বব্যাপি এইড্‌স ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে এর প্রকোপ ভয়ানক আকার ধারণ না করলেও প্রতিবেশী দেশগুলোতে এইচআইভি/এইড্‌সের দ্রুত বিস্তার আমাদের দেশকেও প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এইচআইভি/এইড্‌সের কারণ সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করা বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেশে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের তরুণদের এ ক্ষেত্রে সচেতনতা আশানুরূপ নয়।

এক জরিপে দেখা যায় (বিডিএইচএস - ২০০৪), ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের ২৯ শতাংশ এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের প্রায় ৩১ শতাংশ মহিলা এইচআইভি/এইড্‌স সম্পর্কে জানেন না। অবশ্য এ হার পুরুষদের মধ্যে কিছুটা কম। অর্থাৎ ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী প্রায় ১৪ শতাংশ এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রায় ৯ শতাংশ তরুণ এইচআইভি /এইডস সম্পর্কে জানেন না। এ জন্য তরুণদের মধ্যে এ রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে তরুণদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এ লক্ষ্যে সরকার তরুণ সমাজের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলস্বরূপ, তরুণ সমাজের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে তরুণ সম্প্রদায়কে শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান সেবার সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এনে এসকল বিষয়ে সচেতন করতে পারলে ভবিষ্যতে তাঁরা পরিকল্পিত পরিবার গড়ার ক্ষেত্রেও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫ আষাঢ় ১৪১৩
১৯ জুন ২০০৬

বাণী

অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে তরুণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনায় এনে এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে–'Young People'. বাংলাদেশের উন্নয়নেও তরুণ সমাজের রয়েছে ব্যাপক অবদান। তার স্বীকৃতিতে আমাদের দেশে এ দিবসের প্রতিপাদ্য– 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'–নির্বাচন যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে এই তরুণ সম্প্রদায়। জনগণের এই বৃহৎ অংশকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেই দেশের দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। আমরা তাই স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের তরুণ সমাজের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছি। ইতিমধ্যে তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের ফলে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। আগামীতে এই ধারা আরো বেগবান করতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা ও প্রজননস্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে তরুণ সমাজকে অধিকতর সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছরে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Young People' যার ভাবার্থ করা হয়েছে 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। জনসংখ্যা কর্মসূচির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই তরুণ প্রজন্ম। এ তরুণ প্রজন্মকে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। বয়সকাঠামোর কারণে প্রতি বছর দেশে মোট প্রজননক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে সরকার কিশোরীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভ, উপবৃত্তি, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিতকরণসহ বেশ কিছু যুগান্তকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তরুণ প্রজন্মকে এ সকল বিষয়ে সচেতন করতে পারলে ভবিষ্যতে পরিকল্পিত পরিবার গড়ার ক্ষেত্রে তারা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্থবির হয়ে যাওয়া জনসংখ্যা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে পুনরায় পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৪৩ হাজার ৫৪০ জন কর্মীর পদ রাজস্বখাতে আনা ও স্থায়ী করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে বর্তমানে মোট প্রজনন হার ৩.৩ থেকে ৩.০ তে নেমে এসেছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৩.২ ও ৬৫ তে হ্রাস পেয়েছে। অগ্রগতির এ ধারাকে আরো বেগবান করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে কার্যকর ফললাভে তরুণ প্রজন্মকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস - ২০০৬ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৩
১১ জুলাই ২০০৬

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণ সমাজের ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Young People.' আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এর বাংলা করা হয়েছে 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ তরুণদের নিয়ে গঠিত। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে সকল কর্মকাণ্ডে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে দিবসের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে কিছুটা সফলতা এলেও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমরা এখনো পিছিয়ে রয়েছি। এজন্য মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পরিত্যাগের হার এখনো প্রায় পঞ্চাশ ভাগের মতো, যা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। এ অবস্থার অবসানের জন্য অল্পবয়সী দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এরই পাশাপাশি পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষদের নেতিবাচক মনোভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবাদান কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে তরুণ-তরুণীদের এ কার্যক্রমে আরও বেশী করে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং সেইসাথে তাদের নিজেদেরকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ সফল ও সুন্দর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

(এ, কে, এম, জাফর উল্লা খান)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সমাজে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকাই শীর্ষে। এদের মেধা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়েই সম্ভব একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েই এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজের গুরুত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করায় প্রতিপাদ্যটি যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এই তরুণ সম্প্রদায়। আবার তরুণ সম্প্রদায়েরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সক্ষম দম্পতি। প্রকৃত সচেতনতার অভাবে এদের অনেকেই উপযুক্ত বয়স হওয়ার আগেই দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করছে। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার এই তরুণ দম্পতিদের মধ্যেই অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। এজন্য সুস্থ, শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও ছোট পরিবারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি প্রগতিশীল তরুণ সম্প্রদায় গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে।

একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করি। এ ক্ষেত্রে সরকারের সকল প্রচেষ্টায় আরও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক।

(মিজানুর রহমান সিনহা, এমপি)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৭ আষাঢ় ১৪১১
১১ জুলাই ২০০৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে তরুণ সমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার স্বীকৃতি রয়েছে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ' নির্বাচনে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত পরিবার গঠন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তরুণদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এই তরুণ সমাজ। তরুণ সমাজ হচ্ছে একটি জাতির কর্ণধার। এদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার উপর নির্ভর করছে একটি সুস্থ ও দক্ষ জনগোষ্ঠীসমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এজন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে তরুণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার সংকল্পবদ্ধ। সরকারের এ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সংগঠন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ ও কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা যে যেখানেই থাকিনা কেন, আসুন প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সরকারী প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তরুণদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরো যত্নবান হই, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সফল হোক।

(প্রফেসর ডাঃ মোঃ শাহাদত হোসেন)

Executive Director
United Nations Population Fund (UNFPA)

Message

On the occasion of World Population Day 2006

This year on World Population Day, the focus is on young people. From a 10-year-old girl to a young man of 24, their needs are different, their cultures diverse. Yet, all over the world, young people want to be heard and involved.

They possess the ideas, determination and energy to accelerate effective action to reduce poverty and inequality. In every region, young people are taking action on HIV/AIDS and other issues that threaten their health, education and future opportunities.

Young people want to stay safe and healthy. They want a chance at a better future. About HIV prevention, they tell us: "Adults say we are too young to know; we say we are too young to die." About family planning, young people tell us: "Men should share responsibility with women." About sexual and reproductive health, they say: "Young people need this information. It shapes our lives and affects our future."

Yet today, millions of young people are threatened by poverty, illiteracy, risks of pregnancy and childbirth, and HIV/AIDS. Today, more than 500 million people aged 15 to 24 live on less than $2 per day; 96 million young women in developing countries do not know how to read or write; and 14 million adolescent girls aged 15 to 19 become mothers every year. Every day, 6,000 young people are newly infected with HIV.

These challenges lie at the heart of goals set by world leaders to reduce poverty and improve health and well-being. It is clear that the Millennium Development Goals will not be met unless young people are actively involved in policymaking and programming, their voices are heard, their needs are met and their human rights are respected.

UNFPA champions young people's rights to education, health and employment. We recognize that investments in young people promote social and economic growth. Key to these efforts are keeping girls in school, building life skills, delaying marriage and pregnancy until adulthood, and preventing HIV infection. Young people have the power to drive development forward.

On World Population Day, let us focus on young people and seek new ways to work side-by-side as partners in development. Although it is often said that young people are the future, it is also true that young people are the present and their leadership should be supported today. As a young peer educator said, "We are creating the future and it is great."

Thoraya Ahmed Obaid
Executive Director, UNFPA

UNFPA Representative
Bangladesh

Message

On the occasion of World Population Day 2006

It is an honor and pleasure to write this message in commemoration with the observance of the World Population Day 2006. The theme of this year's World Population Day is 'Young People' (age 10-24 years). The theme of this year's World Population Day is of critical importance as today's adolescents and youth represents the biggest generation in the human history. While it is true for the world, this of great significance for Bangladesh. More then 32% of Bangladesh population are young (age 10-24). The percentage of the young people does not speak the whole of the truth. Most of the young people, particularly girls cannot continue their education beyond primary level. More appalling is the condition of girls as almost 78%of them get married before reaching the age of 18 and 69% of them become mothers by the age 19. Consequently, both maternal mortality and morbidity among the young mothers are much higher than the national average.

By and large the young people do not receive proper education, as a result they lack knowledge on RH, STI and HIV/ AIDS. One fifth of the adolescent mothers do not have any knowledge about life threatening condition during pregnancy. So, we find that our young people are fighting for their lives and their rights.

The Government of Bangladesh has initiated few important steps for the Young particularly for the girls. Free education for girls up to 12th grade is a forward looking measure to improve the status of woman in the society. One other important government move is, the adoption of the Adolescent Reproductive Health Strategy.

We in the UNFPA have been trying to involve the youth in strategy, programme formation, implementation and evaluation of programme. A national youth forum has been institutionalized by UNFPA and UNFPA programme is increasingly involving the Scouts and Girl Guides in educating them on RH and Gender issues.

I wish a successful observance of the world population day2006.

Suneeta Mukherjee
UNFPA Representative

ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
২৭ আষাঢ় ১৪১৩
১১ জুলাই ২০০৬

বাণী

আজ ১১ জুলাই। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তারুণ্যই হচ্ছে সকল শক্তির উৎস। সমাজে তরুণদের অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Young People'. আমাদের দেশের পটভূমিতে প্রতিপাদ্যটির বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'তরুণ প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ সম্পদ'।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই বয়স পঁচিশ বছরের নীচে। প্রায় ৩ শ' কোটি তরুণ ইতোমধ্যে প্রজনন বয়সে পদার্পণ করেছে অথবা শীঘ্রই পদার্পণ করবে। এ বিশাল তরুণগোষ্ঠী যে কোনো দেশের জন্য বড় সম্পদ। এদেরকে সমাজের সমস্যা হিসাবে না দেখে বরং এদের সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, বিশেষত অল্পবয়সী কিশোরী ও বিবাহিত কিশোরীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণরা তাদের সুন্দর জীবনের জন্য, অধিকারের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে তরুণদের অধিকাংশই প্রজনন বয়সে উপনীত হয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তরুণদের মেধা, শক্তি, অঙ্গীকার মানব সভ্যতায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্যও তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ সর্বজনীন প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা দেশের কিশোর-তরুণদের উন্নততর ভবিষ্যতের পূর্বশর্ত। তরুণ সমাজের সম্প্রসারণশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সেবাকেন্দ্র নির্মাণ এবং দক্ষ জনবল বৃদ্ধিতে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তরুণদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড রয়েছে। এসব বিষয়ে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪-এ সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ও সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহও এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আসুন, আজকের এ দিনে তরুণ প্রজন্মকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত হোক।

(ডাঃ মোঃ সিরাজদ্দৌলা)

সৌজন্যে:
SMC
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী